আলমডাঙ্গা ব্যাংকে টাকা তুলে গণনা, হাতিয়ে নিলো প্রতারক চক্র

আলমডাঙ্গার ব্যাংক থেকে টাকা তুলে গোনার সময় আলো মতি নামের এক মহিলার কাছ থেকে প্রতারণা করে টাকা হাতিয়ে নিয়েছে মহিলার চক্রের সদস্যরা।

আজ রবিবার দুপুরে আলমডাঙ্গার সোনালী ব্যাংকে এ ঘটনা ঘটে। ঘটনাটি জানতে পেরে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কলাপসিবল গেট বন্ধ করে টাকা উদ্ধারের চেষ্টা চালালেও চক্রের সন্ধান করতে পারেননি । এ ঘটনায় ওই মহিলা থানায় জিডি করেছেন।

জানা গেছে,আলমডাঙ্গার হারদী ইউনিয়নের প্রাগপুর গ্রামের তারিক আজিজের স্ত্রী আলো মতি গতকাল রোববার সকাল ১০ টার দিকে আলমডাঙ্গার সোনালী ব্যাংকে আসেন টাকা উত্তোলন করতে। তিনি ৩৫ হাজার টাকা কাউন্টার থেকে উত্তোলন করে পাশে দাঁড়িয়ে গণনা করছিলেন। উত্তোলিত টাকার মধ্যে কয়েকটি নোট ছেড়া দেখে তিনি ৩০ হাজার টাকা ব্যাগে রেখে ছেড়া নোট কাউন্টারে বদল করতে দেন। সুযোগ বুঝে পাশে থাকা কয়েক মহিলা চক্র ব্যাগ থেকে টাকা বের করে নিয়ে সটকে পড়ে। ছেড়া টাকা বদল করে আলো মতি দেখেন তার ব্যাগে টাকা নাই।

এ সময় তিনি কান্নাকাটি শুরু করলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কলাপসিবল গেট বন্ধ করে দেন। টাকা উদ্ধারের চেষ্টা করলেও চক্রের সদস্যদের শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি।

পরে ওই মহিলা তার স্বজনদের নিয়ে আলমডাঙ্গা থানায় জিডি করেন।

মেহেরপুরে তিন সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা

মেহেরপুরে সরকারি চাকরি দেওয়ার নামে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নেওয়া সংঘবদ্ধ প্রতারক চক্রের হোতাসহ তিনজনের নামে মামলা করেছেন আব্দুল খালেক (৩৫) নামের এক ভুক্তভোগী।

গত বৃহস্পতিবার মেহেরপুরের জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আমলী আদালতের বিচারক মামলাটি আমলে নিয়ে তিন প্রতারকের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন।

ফরজ আলী মেহেরপুর সদর উপজেলা বন বিভাগের মালি হিসেবে, আরজ আলী মুজিবনগর বন বিভাগের মালি হিসেবে এবং লাইলী খাতুন মেহেরপুর সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসে সিএইচসিপি পদে কর্মরত আছে।

মামলার বিবরণ থেকে জানা যায়, মো: ফরজ আলী (৫০) ও মো: আরজ আলী নামের দুই সহদার এবং ফরজ আলীর স্ত্রী লাইলী খাতুন মামলার বাদী আব্দুল খালেককে প্রানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে তৃতীয় শ্রেণীর চাকুরী দেওয়ার কথা বলে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা দাবী করলে বাদী ২০১৯ সালের ১৭ অক্টোবর প্রতারক চক্র কে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা প্রদান করে।

পরবর্তীতে আসামিগণ প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় পরিবর্তে আল-আরাফাত সার্ভিসেস (প্রাঃ) লিমিটেড কোম্পানির আদমশুমারীর ‘ডাটা এন্ট্রি কন্ট্রোল অপারেটর’ এর একটি ভুয়া নিয়োগ পত্র দেয়। এখন তারা বলে আপাতত কিছুদিন এই প্রতিষ্ঠানে চাকরি করলে পরবর্তীতে সরকারি চাকরির ব্যবস্থা করা হবে। তাদের কথামতো বাদী নিয়োগপত্র নিয়ে উক্ত প্রতিষ্ঠানে গেলে প্রতিষ্ঠান থেকে জানানো হয় নিয়োগ পত্রটি ভুয়া ও জাল। বাদী আবারও আসামিদের কাছে গেলে আসামীরা টাকা ফেরত না দিয়ে বিভিন্ন তালবাহানা করতে থাকে।

২০২২ সালের ১৩ এপ্রিল ভুক্তভোগী বাদী প্রতারকদের বিরুদ্ধে বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদে অভিযোগ করেন। বাদীর অভিযোগের ভিত্তিতে ইউপি চেয়ারম্যান বিবাদীদের গ্রাম আদালতে শুনানির জন্য ২০২২ সালের ১০,২৪ ও ৩১ মে তারিখে তিন দফা নোটিশ করলেও বিবাদী প্রতারক চক্র

গ্রাম আদালতের অবমাননা করে শুনানিতে হাজির হয়নি।

অতঃপর বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ আইয়ুব হোসেন বাঁদিকে একটি প্রত্যয়ন পত্র দিয়ে আদালতে মামলা করার পরামর্শ দেন। সেই মোতাবেক গত ২৩ নভেম্বর আব্দুল খালেক জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আমলী আদালত মেহেরপুরে মামলার আবেদন করলে আদালতের বিচারক মামলাটি গ্রহণ করে রবিবার ২৬ নভেম্বর তারিখে আসামিদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির নির্দেশ দেন।

এ তিন আসামি চাকরি দেওয়ার নাম করে একটি প্রতারণা চক্র তৈরি করেছেন। মেহেরপুরের অনেকের কাছে থেকে এভাবে চাকরি দেওয়ার নাম করে লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ হাতে প্রতারক চক্রের সদস্য গ্রেফতার

দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের হাতে আবারো আন্তঃজেলা প্রতারক চক্রের সক্রিয় সদস্য আটক, এবং একটি বাজাজ সিটি ১০০ মোটরসাইকেল, ৫৫ টি ভুয়া মেমো এবং প্রতারণার মাধ্যমে আত্মসাৎকৃত নগদ ২৭০০/- হাজার টাকা উদ্ধার।

আটককৃত হলেন দামুড়হুদা উপজেলার রামনগর গ্রামের রেজাউল হকের ছেলে আলিফ (৩৭)। আজ বুধবার বিকাল ৫টার দিকে তাকে নিজ বাড়ি থেকে আটক করা হয়।

পুলিশ সুত্রে জানাগেছে, চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল-মামুনের সার্বিক দিক নির্দেশনায় দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদের নেতৃত্বে দামুড়হুদা মডেল থানার এসআই তৌহিদুর রহমান শেখ সঙ্গীয় ফোর্সসহ তথ্য প্রযুক্তির ভিত্তিতে উপজেলার জুড়ানপুর ইউনিয়নের রামনগর গ্রামস্থ ক্লাব মোড় সংলগ্ন আসামীর নিজ বসত বাড়ি থেকে কৌশলে প্রতারণার

মাধ্যমে অর্থ হাতিয়ে নেয়া চক্রের মূল হোতা আলিফ কে আটক করে।

আটককৃত ব্যাক্তি দামুড়হুদা, আলমডাঙ্গা, জীবননগর চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর ও ঝিনাইদহ সহ আসপাশের জেলায় প্রতারণা করে অর্থ হাতিয়ে নেয়। সে আশপাশের জেলাগুলো থেকে প্রতারণা করে বিভিন্ন ব্যবসায়িদের কাছথেকে মোটা অর্থ হাতিয়ে নিত। পুলিশ এমন তথ্য পেয়ে তথ্য-প্রযুক্তির মাধ্যমে সনাক্ত করে তাকে আটক করে।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে প্রতারনা মামলা রুজু করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার তাকে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হবে।

দামুড়হুদায় আন্তঃজেলা প্রতারক চক্রের দুই সদস্য আটক

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদের দিক নির্দেশনায় আন্তঃজেলা প্রতারক চক্রের দুই সক্রিয় সদস্যকে আটক করেছে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ।

আজ সকাল ১০ টার দিকে উপজেলার কাঠালতলা বাজার নামক স্থান থেকে তাদের ২ জনকে আটক করা হয়।

জানা গেছে, দামুড়হুদা উপজেলার রামনগর গ্রামের রেজাউল হকের ছেলে আলিফ ওরফে আলীহিম (৩৭), এবং একই গ্রামের মজনুর ছেলে পিন্টু (৩৫) চুয়াডাঙ্গা জেলার বিভিন্ন স্হান সহ পার্শ্ববর্তী মেহেরপুর, কুষ্টিয়া জেলার বিভিন্ন এলাকার বাজার ঘাটে সহজ সরল দোকানদারকে টার্গেট করে নিজেদের ছাপানো ভূয়া মেমো দেখিয়ে কোম্পানির বিভিন্ন চমকপ্রদ অফার এর লোভ দেখিয়ে প্রতারনার মাধ্যমে নগদ অর্থ হাতিয়ে নিয়ে পরবর্তীতে অর্ডারকৃত মালামাল সরবরাহ করার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে সটকে পড়ে বলে প্রাথমিক ভাবে জানা যায়। প্রতারকদের তৈরীকৃত কয়েকটি ভূয়া মেমো বইয়ের পাতা উদ্ধার করে পুলিশ।

আরো জানা যায় উপজেলার বিভিন্ন দোকানে যখন প্রতারণার ফাঁদ পেতে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতারক চক্র হাতিয়ে নেয় তখন দিশেহারা হয়ে প্রতারণার শিকার ব্যক্তিবর্গ দামুড়হুদা মডেল থানায় বিষয়টি জানাই। এবং শুধুমাত্র একটি মোবাইল নম্বরের সূত্রপাত ধরে দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশের চিরুনি অভিযান শুরু হয়। পুলিশ বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাবে সোর্স লাগিয়ে সর্বশেষ অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মোবাইল ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে প্রতারক চক্রের ২ সদস্যকে আটক করতে সক্ষম হয়।

দামুড়হুদা মডেল থানার এসআই তৌহিদুজ্জামান শেখ, এএসআই দিরাজ, এএসআই আলমঙ্গীর সহ সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে তাদেরকে হাউলী ইউনিয়নের জয়রামপুর কাঠালতলা বাজার নামক স্থান থেকে গ্রেফতার করেন। এ বিষয়ে জানাজানি হলে জয়রামপুর কাঠালতলা বাজার এর স্থানীয় দোকানদাররা দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশকে ধন্যবাদ জানান।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ফেরদৌস ওয়াহিদ ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, প্রতারণার কারণে দুজন গ্রেপ্তার হয়েছে। আলিফ এর নামে চুরি, ধর্ষন, দস্যুতাসহ বিভিন্ন ধরনের ০৫ টি মামলা রয়েছে। এবং পিন্টুর নামে দস্যুতা, নারী নির্যাতনসহ বেশ কয়েকটি মামলা রয়েছে। তাদেরকে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

কোটচাঁদপুরে প্রতারক চক্রের কবলে পড়ে খোয়ালেন ইজিবাইক

কোটচাঁদপুরে যাত্রী সেজে ইজিবাইক নিয়ে পালিয়েছেন প্রতারক চক্র। শনিবার বেলা ১১ টায় এ ঘটনাটি ঘটেছে কোটচাঁদপুরের দুধসরা বাসস্ট্যান্ড এলাকায়।

ভুক্তভোগী জামাল মন্ডল বলেন,বেলা ১১ টা। যাত্রী সেজে আমার ইজিবাইক ভাড়া করেন। বলেন দুধসরা বাসস্ট্যান্ডে যাবার জন্য। এরপর দুধসরা পৌঁছে কাঁদতে থাকেন। এরপর আমাকে পাশের একটা বাড়ি দেখিয়ে, ভাই তাঁর মায়ের অসুস্থ্যতার খবরটি দিয়ে আসতে বলেন। আমি সরল বিশ্বাসে খবর দিতে যায়। পরে ফিরে এসে ইজিবাইক আর ওই যাত্রী দেখতে

পায়নি।

এ ব্যাপারে থানায় অভিযোগ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন জামাল মন্ডল।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর থানার উপপরিদর্শক ফরিদ আহমেদ বলেন, ইজিবাইক চুরি ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কেউ কোন অভিযোগ করেনি।